

যুগান্তর

তারিখ

স্বাক্ষর

কলাম

অযৌক্তিক দাবি আদায়ে ভাংচুর

বাংলাদেশের অন্যতম সেরা কলেজ হিসাবে পরিচিত ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্র গত রোববার যেই অযৌক্তিক দাবিতে কলেজ ভবন ভাংচুর এবং মিরপুরে রোডে প্রতিবাদ মিছিল করিয়াছে আমরা তাহা সমর্থন করিতে পারি না। ভাংচুরকারী ছাত্রদের দাবি ছিল, বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজ হইতে পরীক্ষা কেন্দ্র তুলিয়া লইতে হইবে এবং ঢাকা কলেজে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনের জন্য কোটা সংরক্ষণ করিতে হইবে। উভয় দাবির মধ্যেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইয়া সুবিধা আদায়ে নিসিকতা অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকট। পূর্বে নিজ নিজ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে ইচএসসি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইত। পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা দূরীভূত করিয়া বাড়াইয়া যাওয়া ইহা রোধ করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল পদক্ষেপের একটি হইতেছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা নিজ কলেজে রিবার্ভে অন্য কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিবে। এই নতুন নিয়ম অনুসারে ঢাকা কলেজের পরীক্ষার্থীদের সিট পড়িয়াছিল বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজে। ঢাকা কলেজের মতোই ভাল কলেজ হিসাবে বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজের যথেষ্ট সুনাম ইয়াছে। এই কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিবার ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা ওয়ার কথা নয়। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ পরীক্ষা কেন্দ্র পাল্টাইবার দাবি তোলে তবে প্যারটি লইয়া সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়। তখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পরিচিত পরিবেশে নকল করিবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা না পাইয়াই হয়তো পরীক্ষা কেন্দ্র পাল্টাইবার জন্য ভাংচুর করা হইতেছে। সন্দেহটি সত্য হইলে ইহা অসম্মত জনক ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। ঢাকা কলেজ বাংলাদেশের সেরা কলেজগুলির একটি। চালুনি দিয়া ছাঁকিবার মতো করিয়া বাছিয়া বাছিয়া অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রদের এই কলেজে ভর্তি করা হয়। সেই মেধাবী ছাত্রদের একাংশ যখন নকলপ্রবণতার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র বদলাইবার আন্দোলন শুরু করে তখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক অবক্ষয়ের চিত্রটি অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটিয়া ওঠে। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ও সংগঠনের জন্য কোটা সংরক্ষণের দাবিটি অযৌক্তিক এবং সেই কারণে অগ্রহণযোগ্য। ভর্তির ব্যাপারে মেধা এবং যোগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা উচিত। ইহার অন্যথা হইলে নানা রকমের পক্ষপাতিত্ব ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা প্যারটি প্রহসনে পরিণত হয়। আমরা ছাত্র রাজনীতি তথা ছাত্র সংগঠনের বিরোধী নই। কিন্তু কোনও ছাত্র সংগঠনের সদস্য হওয়া কিছুতেই একজন ছাত্রের কলেজে ভর্তি হবার গ্যারান্টি হইতে পারে না। ইহা সত্য যে, আমাদের দেশে নানা ক্ষেত্রে কোটা প্রথা চালু রহিয়াছে। কোটা বাড়াইবার জন্য এবং নতুন করিয়া কোটা প্রবর্তনের জন্য ঋণ মধ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনও হইয়া থাকে। কিন্তু কোটা ব্যবস্থা যে যোগ্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অযোগ্যকে স্থান করিয়া দেয় এই সত্য না মানিয়া উপায় নাই। বাংলাদেশের বাছাই করা মেধাবী ছাত্রদের সমাবেশ ঘটাইয়া ঢাকা কলেজ একটি আদর্শ প্যাপীঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই গৌরব হইতে কলেজটিকে চ্যুত করিবার কিছু ছাত্রের কাঁধে কেন সওয়ার হইল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা গবেষণা করি যে, কোটা প্রথা চালু করা অথবা পরীক্ষা কেন্দ্র পাল্টাইবার দাবিতে যে ভাংচুর ঘটানো হইয়াছে তাহার সহিত ঢাকা কলেজের ছাত্রদের গরিষ্ঠ শর কোনও সংস্রব নাই। এই সকল আবদারকে একবার প্রশ্ন দিলে নতুন নতুন